গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে হামলা-ভাঙচুর, উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সেনা-পুলিশ মোতায়েন

সংগৃহীত ছবি

গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (১৬ জুলাই) বিকেল ৪টার দিকে সংঘটিত এ হামলায় কারাগারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এবং বেশ কয়েকজন কারারক্ষী আহত হন। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো কয়েদি পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

ঘটনার পরপরই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা দ্রুত অভিযান চালিয়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এর আগে, দুপুরে গোপালগঞ্জ শহরে নির্ধারিত পদযাত্রা ও সমাবেশস্থলে অতর্কিত হামলা চালায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী। হঠাৎ করে শুরু হওয়া এ হামলা ও ভাঙচুরের জবাবে পাল্টা ধাওয়া খেয়ে তারা সরে যায়।

সমাবেশ শেষে ফেরার সময়, এনসিপির নেতা-কর্মীদের বহর ঘিরে ফের হামলার চেষ্টা চালানো হয়। একদল সশস্ত্র ব্যক্তি চারদিক থেকে তাদের গাড়িবহর ও পুলিশি প্রহরা আটকে দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাউন্ড গ্রেনেড ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এনসিপির নেতা-কর্মীরা গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য দিক দিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন।

এর আগে সকালেও সহিংসতার একাধিক ঘটনা ঘটে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গান্ধিয়াশুর এলাকায় ঘোনাপাড়া-টেকেরহাট আঞ্চলিক সড়কে গাছ কেটে সড়ক অবরোধ করেন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ সময় সেখানে উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িবহরেও হামলার ঘটনা ঘটে।

এছাড়া গোপালগঞ্জ সদরের উলপুর এলাকায় পুলিশের গাড়িতে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা গাড়ি ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গোপালগঞ্জ শহরজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।